২(ক).৭ ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-১৭৯৯)

জাতীয় কনভেনশনের পর ফ্রান্সে ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালে জাতীয় কনভেনশনের যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট ছিল তারা ১৭৯৩ সালের জ্যাকোবিন সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি অগ্রাহ্য করে সম্পত্তির ভিত্তিতে এক সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলে। ১৭৯৫ সালের সংবিধান বিপ্লবের ইতিহাসে তৃতীয় বৎসরের সংবিধান (The Constitution the year III) নামে পরিচিত। এই সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটের অধিকার প্রদান করা। কিন্তু সর্বজনীন ভোটের অধিকার স্বীকৃত হল না। আইন পরিষদ দুটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। ৫০০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চতর বর্ষীয়ান পরিষদ। প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে ৫ জন ডাইরেকটরদের নামানুসারে এই শাসন 'ডিরেকটরি শাসন' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ৫ জনের মধ্যে প্রতি বছর একজন অবসর নেবেন এবং আইন পরিষদ ৫ বছরের জন্য এদের নির্বাচিত করবে। এই নয়া সংবিধানে প্রশাসন ও আইন পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সেই সংকট সমাধানের কোনো ব্যবস্থা সংবিধানে না থাকায় ১৭৯৯ সালে এই সংবিধান নস্যাৎ হয়ে যায়।

একদিকে সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা ও অন্যদিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যবর্তী এই ৫ বছরের ইতিহাসকে কিছুটা অবহেলা করে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন। এই পাঁচ বছরের ইতিহাস পুরোপুরি বিপ্লবের অঙ্গীভূত না পুরোপুরি নেপোলিয়ানের জীবনের ইতিহাস। একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিপ্লবের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হলেও এর পরবর্তী পর্বে নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। ডিরেকটরি শাসন ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র—এতে অভিজাত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়নি সংবিধানের দুর্বলতার ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। আইনসভা ও ডিরেকটরির মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়ার অভাব, সম্ভাব্য বিরোধের মোকাবিলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটরি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বামপন্থী জ্যাকোবিনদের বিদ্রোহ সামাল দিতে তারা সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। এই আমলে প্যারিসের জীবনযাত্রার মান কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে যায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭৯৫-এর নভেম্বরে মূল্যমান পাঁচ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। চরম বামপন্থী নেতা ব্যাবুফের উদ্যোগে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই ছিল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। ডেভিড টমসনের মতে, ব্যাবুফের আন্দোলন নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন।

তবে বামপন্থীরা নয়, ডিরেকটরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। ১৭৯৭ সালের আকস্মিক নির্বাচনে ২১৬টি আসনের মধ্যে পুরানো কনভেনশনের ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশ ছিলেন রাজতন্ত্রী এবং আইনসভার দুই কক্ষেই রাজতন্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হয়। তবে কৃষকরা কখনই চায়নি যে, চার্চ তার পুরানো ভূসম্পত্তি ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা ফিরে পাক। বিপ্লবের ফলে যে সব মধ্যবিত্ত আরও বিত্তশালী হয়েছিল, তারাও রাজতন্ত্রীদের পুনর্বাসন চায়নি। ৫ জন ডিরেকটরদের মধ্যে তিনজন প্রজাতন্ত্রী। এর মধ্যে বারাস, রিউবেল (Rwbell) এবং লা র‍্যাভেলিয়ার লেপকস্ (La Reveilliere lepeaux) প্রজাতন্ত্রী ছিলেন। ১৭৯৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্রীরা সেনানায়ক নেপোলিয়ন ও ফুচে এবং বারাসের উপর নির্ভর করে রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা ধ্বংস

করে দেয়। দু'জন রাজতন্ত্রী ডিরেকটরকে বন্দি করা হয় এবং আইন সভার ২১৪ জন সদস্যকে বিতাড়িত করা হয়। প্রজাতন্ত্রীদের জয় সাংবিধানিক পদ্ধতিতে হল না। অস্ত্রের উপর নির্ভর করেই রাজতন্ত্রীদের শায়েস্তা করা হল। ১৭৯৫ সালের সংবিধান ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

১৭৯৭ সালের পর ডিরেকটরগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন মুদ্রা চালু করে, কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে। কৃষি উৎপাদন ভালো হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সহিত যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ নায়ক নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গ ডিরেকটরি বৈদেশিক নীতি ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির পরিপূরক। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক বিরোধিতা ও সংবিধানিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সেনানায়ক নেপোলিয়ানের ইতালি অভিযান ডিরেকটরির শাসনের জনপ্রিয়তা ফেরাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তুলে ধরা হয়। ১৭৯৬-৯৭ সালে নেপোলিয়ান ১২টি যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রতিটিতে জয়ী হন। সার্ডেনিয়া রাজ্যকে পরাজিত করে স্যাভয় ও নীস্ ফ্রান্সের দখলে আনেন। আরকোলা ও রিভোলির যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ১৭৯৭ সালে ক্যাম্পোফর্মিও চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ড, রাইন নদীর বাম তীরের অঞ্চল এবং উত্তর ইতালির সিজালপাইন (Cisallpine) প্রজাতন্ত্রের উপর ফ্রান্সের অধিকার অস্ট্রিয়া মেনে নেয়। নেপোলিয়ান এরপর পোপের রাজ্য আক্রমণ করে প্রচুর অর্থ পান। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান মিশর অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তিনি প্রথমে মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। তারপর নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের হাতে নীলনদের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁর মিশর অভিযানের ফলে তুরস্ক, রাশিয়া ফ্রান্সের উপর চটে যায়। এই দুটি রাষ্ট্র নিকট-প্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও আপাতত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তি জোটে যোগ দেয়। ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। প্রাথমিকভাবে কনভেনশন ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ আলপস্ রাইন ও পিরেনীজ সুরক্ষিত করবার লক্ষ্য ত্যাগ করে চরম আগ্রাসী নীতি অনুসরণ-এর মধ্যেই ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল। অবশ্য নেপোলিয়ানের ইতালি, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, রাইনল্যান্ড ও স্যাভয়— যেখানেই ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই ফরাসি আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। সামন্ততন্ত্র, সার্ফ প্রথার অবসান, চার্চের ভূ-সম্পত্তি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়। সুতরাং ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হলেও ডিরেকটরি শাসন ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক কোবান (Cobban) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ডিরেকটরি শাসনের কাজকে অবমূল্যায়ন করে কন্সাল শাসনের কাজের অতি মূল্যায়ন করা হয়।'

২(ক).৮ সারাংশ : নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-১৮০৭)

ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট শুধু ফ্রান্স নয় পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবের একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে দুই দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৯ খ্রিঃ কর্সিকার এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রাক্কালে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৭৯৩ সালের জুন মাসে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৭৯৬ সালে ডিরেকটরি শাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের অঙ্গুলি হেলনে এই অপরিচিত অর্ধ ইতালিয়ান-কর্সিকান সেনানায়ক ইতালি অভিযানের সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ডিরেকটরি প্রশাসনের অগ্নিগর্ভ অর্থনৈতিক সংকট দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল। অবাধ মূল্যবৃদ্ধি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল, অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ

ধনিক গোষ্ঠীর হাতে প্রচুর অর্থ সম্পদ জমেছিল। ফলে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। নেপোলিয়ান সেই সুযোগে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সম্রাটপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন : নেপোলিয়ান প্রথম কনসাল হিসাবে ফ্রান্সের প্রশাসনে সর্বত্র এক অসাধারণ আশা-উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থাপিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত বুঁধো শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন করে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তিনি সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো, আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা আইন বিধি এমনকি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন।

ইউরোপের পুনর্গঠন ও সাম্রাজ্য পরিকল্পনা

'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্পসৃষ্টিকে ভালোবাসে, আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি।' তবে নিছক ক্ষমতা লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক ফেরেল মন্তব্য করেছেন বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের অস্ট্রিয়া প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাস্ত করে টিলসিটের সন্ধিতে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করেন।

নেপোলিয়ান সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নতুন ইউরোপের জন্ম দেন। নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে অস্ট্রিয়ার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে অবলুপ্তি ঘটিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব করে ইতালির চারটি খণ্ড রাজ্য— উত্তর ইতালির পিডমন্ট ও লম্বার্ডি। মধ্য ইতালির ট্রস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুককা ও পোপের শাসিত রোম নগরী ও দক্ষিণ ইতালির নেপলস ও সিসিলি রাজ্যে নেপোলিয়ান জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দেন। জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক সরলীকরণের কাজ আরও চমকপ্রদ। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধূসর অতীত অগ্রাহ্য করে নেপোলিয়ান রাইনের সংযুক্ত রাজ্য। ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য, গ্রান্ড ডাডি অব ওয়ারস প্রভৃতি নূতন জার্মান রাজ্য স্থাপন করে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৯টি নাতিবৃহৎ রাজ্যে হ্রাস করেন। ইউরোপের পুরাতন রাজবংশের শাসকদের অপসারিত করে তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই যোশেপকে স্পেনের রাজা, সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, ডাইজেরোমকে ওয়েস্টফেলিয়াতে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান নিজেকে ইতালির রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

একক ২(খ) ❑ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৪)

গঠন

২(খ).০ উদ্দেশ্য

২(খ).১ প্রস্তাবনা

২(খ).২ নেপোলিয়ন—পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)

২(খ).৩ নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

২(খ).৪ সারাংশ

২(খ).৫ অনুশীলনী

২(খ).৬ গ্রন্থপঞ্জী

২(খ).০ উদ্দেশ্য

আপনি এই একক পড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।
- জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী—ভূমিকা আদর্শগত দ্বন্দ্ব।
- নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার।

২(খ).১ প্রস্তাবনা

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ শেষ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ও মস্কো অভিযান। নেপোলিয়ানের ধারাবাহিক সাফল্যের একটি বড়ো কারণ হল সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের দুর্বলতার আর একটি উৎস হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা।

ফরাসি বিপ্লবী নেপোলিয়ানকে বিপ্লবের পাদপ্রদীপে এনেছিল। ফরাসি বিপ্লব যা রূপায়িত করতে পারেনি, তিনি তা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব বিপ্লবের অবসান নয়, বিপ্লবের সম্প্রসারিত রূপ।

২(খ).২ নেপোলিয়ন—পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার পতনের তিনটি সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, পোপের প্রতি অমর্যাদাসূচক আচরণ, ও মস্কো অভিযান—নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করে গেছেন।

নিজেকে বিপ্লবের সন্তান হিসাবে গণ্য করলেও নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা শার্লামেনের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ বুঝতে পারেননি যে, সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন।

নেপোলিয়ানের পতনের আরেকটি কারণ হল তাঁর বহু ঘোষিত বৈপ্লবিক নীতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য গঠনের নীতির স্ববিরোধিতা। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইটালী ও জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করেও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের প্রসার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে উপদ্বীপিয় যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ফ্রান্সের শত্রুপক্ষ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াকে উৎসাহিত করে। অধ্যাপক রুঁদে মন্তব্য করেছেন যে, এই পরাজয়ই নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রশস্ত করেছে।

১৮০৮ সালের জুলাই মাসে নেপোলিয়ান তাঁর ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যোশেফের মাদ্রিদ পৌঁছানোর পূর্বেই স্পেনের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। স্পেনের কৃষক শ্রেণির গেরিলা যুদ্ধের অসাধারণ প্রয়োগ, ব্রিটিশ নৌ-শক্তির সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ফরাসি প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎখাত করে। রাজা যোশেফ মাত্র এগারো দিন মাদ্রিদে অবস্থানের পর রাজধানী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। সমগ্র স্পেনে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট ইংরেজ বাগ্মী শেরিভন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানকে এক বিক্ষুব্ধ জাতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। কারণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিজাত ও যাজক শ্রেণি যারা চার্চের ভূসম্পত্তি জাতীয়করণের বিরোধী ছিল। স্পেনের কৃষক শ্রেণি ক্যাথলিক ধর্মানুরাগী ছিল। বুঁরবো রাজবংশ এই রক্ষণশীল কৃষক শ্রেণিকে রাজতন্ত্রের সকল রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছিল। স্পেনের এই গণঅভ্যুত্থান ছিল যথার্থই জাতীয় অভ্যুত্থান কারণ তা ব্যাপক জনসমর্থন পুষ্ট ছিল।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানের সামরিক ঘটনাবলীকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে হলে ফরাসি সেনাপতি মা সেনা ও শুল্টের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের ১৮১২ সালে স্যালাম্যাংকা ও ১৮১৩ সালে ভিক্টোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ নেপোলিয়ানের জয়ের স্বপ্নকে স্পেন ও পর্তুগাল ধুলিস্যাৎ করে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধ জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণসমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান ইউরোপে তার সামরিক আধিপত্য বিস্তারের পর রাশিয়া, হল্যান্ড ও স্পেনের সহযোগিতায় সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ পণ্য অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাত হানা। তিনি মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়বে।

নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ অর্ডার ইন কাউন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ব্রেস্ট বন্দর থেকে এলবা পর্যন্ত উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের সকল বন্দরগুলির অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮০৬ সালের ২১ নভেম্বর তিনি বিখ্যাত বার্লিন ডিক্রি ঘোষণা করে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমুদ্র পথে ফরাসি জাহাজ ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটিশ শিল্পপণ্য গ্রেপ্তার বা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বার্লিন ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৮০৭ সালে' ৭ জানুয়ারি এক অর্ডার ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রিটেন সব নিরপেক্ষ দেশের ফ্রান্স অথবা তার মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক অবৈধ বলে ঘোষণা করে। টিলসিটের সন্ধির পর ফ্রান্সের অনুগত মিত্র হিসাবে রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপর বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যে ডেনমার্ক ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীর প্রবেশের বিরোধিতা করলে ইংল্যান্ড ১৮০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন বন্দরে পর পর তিনদিন বোমা ফেলে ডেনমার্কের বাণিজ্য তরীগুলিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনে। ইঙ্গ-ফরাসি বাণিজ্য অবরোধ নীতি পূর্বেকার মার্কেন্টাইল যুগের বাণিজ্যিক অবরোধ নীতিরই অনুসরণ মাত্র।

নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর মিলান ডিক্রির মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ শিল্প পণ্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন যে, যে সকল নিরপেক্ষ বাণিজ্য তরী ইংরেজ শিল্প পণ্য অথবা ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ফরাসি যুদ্ধ জাহাজ সেগুলিকে অবৈধ বলে বাজেয়াপ্ত করবে। মিলান ডিক্রির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, নিরপেক্ষ জাহাজের মাধ্যমে ইউরোপে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের বৃহৎ বাজারকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণে প্রধান তিনটি অন্তরায় হল— (১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, (২) চোরাচালান বাণিজ্যের প্রকোপ বৃদ্ধি, (৩) ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক লাইসেন্স প্রথা। নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী, বন্দর রক্ষী বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ায় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়ত, চোরাচালান বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ও হল্যান্ড রাজ্যের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এছাড়া চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, সার্ডিনিয়া, সিসিলি ও মাল্টা থেকে চোরাচালান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ত। উত্তর ইউরোপের হেলিগোল্যান্ড দ্বীপ, ব্রিমেন ও হ্যামবুর্গ বন্দর থেকে চোরাচালান বাণিজ্য উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান এই অবৈধ চোরাচালান বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য ১৮১০ সালের অকটোবর মাসে ফন্তেনব্লো ডিক্রি অনুসারে ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। নেপোলিয়ানের বলপূর্বক ব্রিটিশ পণ্যের ইউরোপে অনুপ্রবেশের নিষিদ্ধকরণের এই আদেশ ফরাসি সাম্রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে।

১৮০৭-১৮১০ সাল পর্যন্ত অবরোধ ব্যবস্থা ইংরেজ রফতানি বাণিজ্যকে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন বাজারের সন্ধান ইংরেজ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিকে অনেকটা পূরণ করেছিল। ১৮১০-এর পর ইংরেজ অর্থনীতি মুদ্রাসংকট ও বেকারি সমস্যার অভূতপূর্ব মাত্রা বৃদ্ধি ব্যাপক মন্দা সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে নেপোলিয়ানের ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত

করেছিল। নেপোলিয়ানের চোরাচালান বাণিজ্যের নিষিদ্ধিকরণ ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের বাজারকে সঙ্কুচিত করলেও নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক বিক্ষোভ সুনিশ্চিতভাবে নেপোলিয়ানের চুড়ান্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তুলে ধরে।

নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১৮১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণিই নয়, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিও নেপোলিয়ানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মূল হাউসে (Mulhouse) ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪০ হাজার এবং লিওঁতে (Lyon) ২৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে মহাদেশীয় প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে যান। ইতিমধ্যে উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক বিপর্যয় ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্ট্যাডিওন (Stadion) ও আর্চডিউক চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেও জার্মানিতে যতদিন ফরাসি সেনাবাহিনী অটুট থাকবে ও নেপোলিয়ানের মিত্র হিসাবে জার আলেকজান্ডার থাকবেন ততদিন এই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৮১১ সালে জার আলেকজাণ্ডার পোল্যান্ডে রুশ সেনা প্রেরণ করেন ও মিত্র সন্ধানের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সহযোগী হিসাবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সহিত কুটনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। আলেকজাণ্ডারের বিরোধী মনোভাব সংবাদ পেয়ে নেপোলিয়ান যুগপৎ ভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রাশিয়া থেকে ফরাসি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটাণিক নেপোলিয়ানকে ৩০,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হলেও গোপনে তার সৈন্যদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের সীমানায় ২ লক্ষ সৈন্যসমাবেশ করলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা বিরোধী জোটকে উৎসাহিত করে। জার আলেকজাণ্ডার সুইডেনের সাথে বন্ধুত্ব ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের তিক্ততার অবসান করেন।

১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্য সহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ানের আকস্মিক রাশিয়া অভিযান সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক ভুল। একশো বছর পূর্বে সুইডেনের দিগ্বিজয়ী বীর রাজা দ্বাদশ চার্লস পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে তার মনে এমন এক আশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। এমনকি ইংল্যান্ডকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্র্যান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল, কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে মাত্র ১,৬০,০০০ জন অবশিষ্ট থাকে। তিনি সেন্টপিটার্স বুর্গের নিকট স্মলনেট শহরে জার আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহে ধ্বংস হয়ে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনাসহ রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে। নেপোলিয়ান যদি রাশিয়ার ভূমিদাস কৃষকদের মুক্তি দান করতেন তা হলে হয়তো জারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু নেপোলিয়ান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় তার অজেয় ফরাসী সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয় ও তার চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত হয়।

নেপোলিয়ান তখনও তার আত্মবিশ্বাস হারাননি। তিনি ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্যগুলি থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তার চুক্তি ও রাইন রাজ্যসংঘ ও ইটালীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসি শোষণ ও তার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণপ্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে নেপোলিয়ানের আধিপত্য শিথিল করে। নেপোলিয়ানের অনুগত রাজ্যগুলিকে শুধু যুদ্ধের সময় নয় শান্তির সময়েও প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হতো। ইউরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে ওয়েস্ট ফেলিয়ার রাজ্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত। তার মধ্যে দশ মিলিয়ন ফরাসি সেনাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হত। ইটালী ফ্রান্সকে ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ রাজস্ব হিসাবে দিত এবং ৪২ মিলিয়ন ফ্রাঁ সেনাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিত। নেপলস ফরাসি সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৪ মিলিয়ন কর দিত। ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ শুধু স্বাদেশিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশি শাসন ও শোষণের অসহনীয় মাত্রা। স্পেন ও উত্তর ইটালীতে ফরাসি শাসন নব উন্মেষিত জাতীয় ভাবধারাকে আঘাত করেছিল। পোল্যান্ডে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনী নিজেদের মুক্তিদাতা বলে তুলে ধরেছিল। অবশ্য জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে অভিজাত শ্রেণি নয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রধান ভূমিকা নেয়। সেজন্য গণ জাগরণের প্রথম পর্বে কৃষকদের সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোন সংযোগ ছিল না। তবে জার্মানিতে ফরাসি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করেছিলেন হার্ডার, ফিকটে, স্লেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। প্রাশিয়াতে স্টাইন, হার্ডেনবার্গ ও হুমবোল্ড সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কার করে প্রাশিয়ার আধুনিকীকরণ করেছিলেন।

নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁর সহজাত সামরিক অন্তর্দৃষ্টি ড্রেসডেনের প্রাথমিক যুদ্ধে তাকে জয়ী হতে সাহায্য করলেও তিনি লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অক্টোবর ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি মাত্র ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। নেপোলিয়ান মেটার্নিকের প্রস্তাবিত ফ্রাঙ্কফুটের সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা বহির্ভূত রাজ্যগুলির প্রত্যার্পণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। নেপোলিয়ানের শেষ সামরিক অভিযান শুরু হয় ১৮১৪ সালের ১৪ জুন। মাত্র ১২,০০০ সেনাসহ বেলজিয়াম সীমান্তে ইংরেজ ও প্রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ করে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা নেপোলিয়ান করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিপুণ সেনা পরিচালনা ও সংকট মুহূর্তে প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুকারের সাহায্য ব্যর্থ করে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় তাঁর পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ইংরেজ সেনাবাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্গম সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাকে নির্বাসন করে। ১৮২১ সালে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়।

২(খ).৩ নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিতে বোনাপার্টের বৈপ্লবিক ভাবধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বেশ জটিল। ফরাসি বিপ্লবের ফল হিসাবে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এসেছিল নেপোলিয়ান তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে তাকে স্থায়ী রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল্যায়নের মাধ্যমে তার বিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপ উপস্থাপন করা সম্ভব।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুষ্ঠু সমাঞ্জস্য বিধান, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিশেষ উৎসাহ আইনবিধি সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন ও চার্চ সংস্কার ফরাসি বিপ্লবের মূলগত পরিবর্তনগুলিকে

নেপোলিয়ান স্থায়ী রূপে ফরাসী সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিধৃত করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে নেপোলিয়ান ছিলেন মূলত রক্ষণশীল ও জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের বিরোধী। তার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রজাতন্ত্রের আবরণে একনায়কতন্ত্রের প্রকাশ। ১৮০৪ সালের পূর্বে ইহা কিছুটা আবৃত থাকলেও তার সাম্রাজ্য শাসনে নেপোলিয়ানই এককভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে ফরাসি বিপ্লবের উত্থান-পতনের জটিল আবর্তের মধ্যে জ্যাকোবিন বৈপ্লবিক আদর্শ নেপোলিয়ানের প্রশাসনে কিছুটা উপেক্ষিত। নেপোলিয়ানের সমাজ ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি ঊনবিংশ শতকেই ইউরেপের বিভিন্ন দেশে সমাদর লাভ করেছিল।

বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারিত করেন। হল্যান্ড, বেলজিয়ামে, জার্মানির অনেকাংশে এবং ইটালীতে সামন্ততন্ত্র ও সামাজিক বিশেষ অধিকার বিলোপ করে Code Napoleon-এর নীতিগুলি প্রবতি৪ত হয়। চার্চের বিশেষ দাবিগুলি অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রকে কর প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কৃষক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হল। যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নতি হল, শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা হল এবং দুর্নীতি সংযত করা হল। শাসন-ব্যবস্থায় উন্নততর মান এবং গুণানুসারে পদপ্রাপ্তির নীতি প্রবর্তিত হল। এককথায়, ইউরোপের অনেকাংশেই পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে অত্যন্ত দক্ষ ও আধুনিক ফরাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসি বিপ্লবের অধিকাংশ অবদানই চিরস্থায়ী হয়েছিল। ইহার একটি পরোক্ষ ফল হল জাতীয় চেতনার উন্মেষ। বৈদেশিক শক্তিগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে ফরাসি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়, নেপোলিয়ান বিজিত দেশগুলি যথেচ্ছভাবে শাসন করলে ইউরোপে অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়। যে জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়ানের পতন ঘটাল, তাই উত্তর কালে ইউরোপের উন্নতিসাধনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এই জাতীয় চেতনার ফলেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বেলজিয়াম ও বলকান রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে।

ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালপঞ্জী :

১৭৮৭-১৭৮৯	ঃ	অভিজাত বিদ্রোহ।
১৭৮৯, ৫ মে	ঃ	ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এস্টেট জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান।
১৭৮৯, ১৭ জুন	ঃ	টেনিস কোর্টে জাতীয় সভা পত্তনের শপথ গ্রহণ।
১৭৮৯, ১৪ জুলাই	ঃ	বাস্তিল কারাদুর্গের পতন গণ-অভ্যুত্থানের স্মারক।
১৭৮৯, ৫ আগস্ট	ঃ	সামন্ততন্ত্রের অবসান।
১৭৮৯, ২৬ আগস্ট	ঃ	মানুষ ও নাগরিক-এর ঘোষণাপত্র।
১৭৯১, ৩ সেপ্টেম্বর	ঃ	নূতন সংবিধান রচনা।
১৭৯২, সেপ্টেম্বর	ঃ	ফরাসি সাধারণতন্ত্র ঘোষণা।
১৭৯৩-৯৪	ঃ	সন্ত্রাসের শাসন।
১৭৯৪, ২৯ জুলাই	ঃ	রোবসপিয়ারের গিলোটিন।
১৭৯৫-১৭৯৯	ঃ	ডিরেকটরি শাসন (থার্মিডোরিয়ান সাধারণতন্ত্র)।
১৭৯৯-১৮০৪	ঃ	কন্সাল রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৪-১৮১৪	ঃ	সম্রাট রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৬	ঃ	মহাদেশীয় অবরোধ জারী।

১৮০৭	ঃ	জার আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের মধ্যে টিলসিটের সন্ধি।
১৮০৮-১৮১৩	ঃ	স্পেনীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ।
১৮১২-১৮১৩	ঃ	মস্কো অভিযান।
১৮১৫	ঃ	ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পতন।

২.৪ সারাংশ

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সমাপ্ত হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। বিপ্লবের সন্তান হিসাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন। নিছক সামরিক শক্তির উপর স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

নেপোলিয়ানের জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইতালি ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে তিনি ওই সব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রস্তুত করেছে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণ সমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পরবে। মিলান ডিক্রি, ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে নেপোলিয়ান নিজেই জব্দ হয়ে যান।

বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে নেপোলিয়ানের মনে হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। ১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্যসহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্র্যান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল। কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটির নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনা অবশিষ্ট থাকে। নেপোলিয়ান রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির জন্য এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতেন তাহলে হয়তো জারের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ত্বরান্বিত হত।

নেপোলিয়ান ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্য থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তিও রাইন রাজ্য সংঘ ও ইতালির সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে ড্রেসডেনের যুদ্ধে প্রথমে জয়ী হলেও লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অকটোবর, ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ১৮১৪ সালের ১৪ জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় নেপোলিয়ানের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

২.৫ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন

১। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রথম কনসাল হিসাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। নেপোলিয়ান কতখানি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী ও নির্বাহক ছিলেন?

৩। সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা করুন।

৪। নেপোলিয়ান কেন মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন? কীভাবে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল?

৫। 'নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিরতি নয়, প্রসার'—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৭। তুমি কি মনে কর যে, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা, স্প্যানীয় ক্ষত এবং রাশিয়া আক্রমণ সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়ানের সর্বনাশের কারণ ছিল?

৮। ১৮০৭ সালের পূর্বে নেপোলিয়ানকে বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং এর পর তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী তথা জাতিগুলির বিরুদ্ধে। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়নের পতনের জন্য কতটা দায়ী?

৯। নেপোলিয়ানের পতনের কারণ সমূহ আলোচনা করুন।

১০। ইউরোপের উপর নেপোলিয়নের শাসনের প্রভাব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ-

১। নেপোলিয়ানের প্রাক-বিপ্লবী জীবনের প্রথম পর্বকে বিবৃত করুন।

২। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ানের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার বর্ণনা করুন।

৩। নেপোলিয়ানের আইন সংস্কারের মূল্যায়ন করুন।

৪। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রভাব দূরপ্রসারী ছিল?

৫। কোন অর্থে নেপোলিয়ানের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যকে বিপ্লবের প্রতীক বলা যায়?

৬। স্পেনীয় ক্ষত কি? ইহাকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলা যায় কী?

৭। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণে ডিক্রির ভূমিকা কী?

৮। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণের প্রধান বাধা কী?

৯। রুশ অভিযানে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার কারণ কী?

১০। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারে নেপোলিয়ানের ভূমিকা কতদূর সার্থক হয়েছিল?

২(খ).৬ গ্রন্থপঞ্জী

ফরাসি বিপ্লবের অগ্রণী নায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সম্পর্কে গ্রন্থের প্রাচুর্য সংক্ষিপ্ত পাঠ নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল —

১। George Rude–Revolutionary Europe (Fantana History of Europe)

২। Leo Gershoy – The French Revolution and Napoleon.

৩। Markham–Napoleon and the awakening of Europe

৪। Francois Furet–Revolutionary Franch (1770-1870), Black well, 1997

৫। A. Cobban – A History of France, Vol II (Penguin Series)

একক ৩(ক) ❑ ভিয়েনা সম্মেলন, ইউরোপীয় শক্তি সমবায় ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

গঠন

৩(ক).১ উদ্দেশ্য

৩(ক).২ প্রস্তাবনা

৩(ক).৩ ভিয়েনা সম্মেলন

৩(ক).৪ ভিয়েনা ব্যবস্থা

৩(ক).৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

৩(ক).৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

৩(ক).৭ পবিত্র চুক্তি

৩(ক).৮ ইউরোপীয় শক্তি সমবায়

৩(ক).৯ শক্তি সমবায়ের ব্যর্থতা

৩(ক).১০ মেটারনিখ ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

৩(ক).১১ সারসংক্ষেপ

৩(ক).১২ অনুশীলনী

৩(ক).১৩ গ্রন্থপঞ্জী

৩(ক).১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- নেপোলিয়নের পতনের পর বিপ্লবের গতিরোধ করবার জন্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও রক্ষণশীল রাজনীতিকরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
- ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে এনে তাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে কীভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায় গড়ে উঠেছিল।

৩(ক).২ প্রস্তাবনা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পতনের পর ইউরোপের রাজন্যগোষ্ঠী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহাদেশ থেকে বিপ্লবের প্রভাব মুছে ফেলা, বিপ্লবের সময়ে ক্ষমতাচ্যুত শাসককে আবার সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া, বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখা, যাতে আবার বিপ্লবের কোন ঢেউ ফ্রান্সকে বা ইউরোপীয় মহাদেশকে আঘাত করতে না পারে। অবশ্য এই সুযোগে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যও যে কোন কোন রাজা বা নেতার ছিল না, তা নয়, তবে মূল কথা ছিল রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষণশীল কাঠামোর মধ্যে আটকে রাখা। এই কাজ যে বিপ্লব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোন একক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন অস্ট্রিয়া বা রাশিয়ার সম্রাট। তাই তারা রাষ্ট্রসমবায় গঠন ও যৌথ দমনব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন মেটারনিখ ও তার সহযোগীরা। কীভাবে রূপায়ণটি ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে কার্যকর ছিল, সেটাই আপনারা নিম্নের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন।

৩(ক).৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১৮১৪ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন নেপোলিয়ন। দুই দশকের যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে শান্তির জন্য, স্থিতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রণক্লান্ত মহাদেশীয় রাষ্ট্রনায়করা। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড বলেছিলেন, "In Europe's state of social illness it would be unheard-of to let loose...a general war. Such a war...would certainly bring a conflict of principles, (and) from what I know of Europe, I think that such a conflict would change her form and overthrow her whole structure. পুরনো কাঠামোর এই ভাঙনকেই সবচাইতে বেশি ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা। হব্‌স্‌বম তাই ভুল বলেননি যে, তাঁরা আগের চাইতে বেশি কুশলী হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তাঁরা আগের উগ্রতা ত্যাগ করে শান্তির পূজারী হয়ে পড়েছিলেন তাও নয়। তাঁরা ছিলেন আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। পরিবর্তনের ভয় তাঁদের পেয়ে বসেছিল। তাই সেই পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য তাঁরা একজোট হয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে মিলিত হয়েছিলেন ভিয়েনা বৈঠকে। প্রকাশ্যে এই ভিয়েনা কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। সম্মেলন চলেছিল ১৮১৪ সালে মিলিত হয়েছিলেন ভিয়েনা বৈঠকে। প্রকাশ্যে এই ভিয়েনা কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। সম্মেলন চলেছিল ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের মুখ্যসচিব ছিলেন অস্ট্রিয়ার ফ্রিডরিখ ফন গেনৎস্‌।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় আহূত বৈঠকে তুরস্ক ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাজ চালানোর ভার প্রধানত পড়েছিল চারটি রাষ্ট্রের ওপর—অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড। এর মধ্যে আবার প্রকৃত অর্থে সক্রিয় ছিল শুধু রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। কারণ, ইংল্যান্ডের দুই প্রতিনিধি ক্যাসেলরি আর ওয়েলিংটন নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, কংগ্রেসের চরিত্রের সঙ্গে তাঁরা খাপ খাওয়াতে

পারেননি। অন্যদিকে প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম সব ব্যাপারেই রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের ওপর নির্ভর করতেন।

জার প্রথম আলেকজান্ডার কিন্তু ছিলেন উদারপন্থী। পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডকে তিনি স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন হেরে যাওয়ার পর বিজয়ী সেনাদের হাতে চরম নিগ্রহের হাত থেকে তিনিই ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিখ তাই প্রথম থেকেই তাঁকে আড়াল করে কৌশলে কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আলেকজান্ডার রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করায় মেটারনিখের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। তিনি জারকে 'অব্যবস্থিত-চিত্ত' হিসেবে সকলের সামনে তুলে ধরে বলেন, 'he is a mad man to be humoured'। ফলে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা কংগ্রেস-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন মেটারনিখ।

৩(ক).৪ ভিয়েনা ব্যবস্থা

ভিয়েনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত সমস্যা ছিল অনেক। সেসবের সমাধানও ছিল বহু আলোচনা ও সূক্ষ্ম কূটনীতি সাপেক্ষ। তবে মুখ্যত তিনটি নীতিই ভিয়েনা সম্মেলনের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয় : প্রথমত, বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং ফ্রান্স ও তার সহযোগীদের জন্য শাস্তিবিধান; দ্বিতীয়ত, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়ত, ইউরোপের ভবিষ্যৎ স্থিতি অব্যাহত রাখার বন্দোবস্ত।

ভিয়েনার প্রথম নীতি অনুসারে, নেপোলিয়নকে হারানোর পুরস্কার হিসেবে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং সুইডেন কিছু কিছু ভূখণ্ড পেয়ে যায়। রাশিয়া পায় পোল্যান্ডের কিছুটা, ফিনল্যান্ড ও তুরস্কের হাত থেকে জোর করে নেওয়া ভূখণ্ড। প্রাশিয়া নেয় পশ্চিম পোম্‌রনিয়া, স্যাক্সনির অংশবিশেষ এবং রাইন প্রদেশ। অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে বেলজিয়াম এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া নেপোলিয়ন যুগের আগে দখল করা গোটা দক্ষিণ জার্মানি। এছাড়া ঐ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির বদলে অস্ট্রিয়া পায় ভেনিসিয়া-র অধিকার। সব চাইতে লাভবান হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, তার নৌশক্তি ও বাণিজ্যিক শক্তির বিচারে। সে পেয়েছিল হেলিগোলান্ড, মাল্টা দ্বীপ, স্পেন অধিকৃত ত্রিনিদাদ, ফ্রান্স-অধিকৃত মরিশাস, টোবাগো, হল্যান্ড-অধিকৃত সিংহল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ। সুইডেনকে দেওয়া হয়েছিল নরওয়ে।

স্যাক্সনি যেহেতু ফ্রান্সের পক্ষে ছিল, তাই শাস্তি হিসেবে তার কিছু অঞ্চল কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাশিয়াকে, অবশ্য তার রাজকীয় উপাধি খর্ব করা হয়নি। প্রধান যুদ্ধাপরাধী ফ্রান্সকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল। ফরাসি কূটনীতিক ত্যালির‍্যাঁ এবং রাশিয়ার জার-এর বাধায় তা সম্ভব হয়নি। তবে ফ্রান্সকে তার প্রাক্‌বিপ্লব সীমান্তে বেঁধে রাখা হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হল। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। আর নেপোলিয়ন যে ওয়ারশ গ্র্যান্ড ডাচি এবং ওয়েস্টফালিয়া রাজ্য দুটি তৈরি করেছিলেন, তার বিলোপ করা হল।

ভিয়েনা সম্মেলনের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল ত্যালিরাঁর 'Principle of Legitimacy' বা বৈধ অধিকারের নীতি। ত্যালিরাঁ ভেবেছিলেন, এই নীতি অনুসৃত হলে ফ্রান্স খণ্ডিত হবে না, বুরবোঁ রাজবংশ ক্ষমতা ফিরে পাবে এবং পরাজিত ফ্রান্সের মর্যাদা কিছুটা রক্ষা পাবে। কিন্তু এই নীতি মেটারনিখের হাত শক্ত করেছিল এবং সব বিপ্লবী প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। যাই হোক, ফরাসি সিংহাসনে বুরবাঁ বংশ ফিরে এসেছিল। স্পেন ও নেপ্‌ল্‌সের সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন নেপোলিয়ন যাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই রাজারা। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার স্যাভয় পরিবারের অধিকার এবং হল্যান্ডে অরেঞ্জ বংশের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। ভ্যাটিকানে গদি ফিরে পেয়েছিলেন পোপ আর রাইন কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত জার্মান রাইখের রাজন্যবর্গ তাঁদের হারানো রাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

ভিয়েনার তৃতীয় নীতিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও জার্মানি। ধারণা করা হয়েছিল যে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি একমাত্র এই দুটি রাষ্ট্রই নষ্ট করতে পারে। তাই এই দুটো রাষ্ট্রকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা ছিল ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের ওপর চাপ রাখার জন্য তার সীমান্তের চারপাশে শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রহরা স্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরে ছিল বেলজিয়াম, তাকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পূর্বে রাইন ভূখণ্ড-সমৃদ্ধ প্রাশিয়া, আর দক্ষিণে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া-জেনোয়া। মোটকথা, ভবিষ্যতে ফ্রান্স আর যাতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হল। জার্মানি সম্বন্ধেও একই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল, কেননা একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক, তাই জার্মানিকে ভেঙে ভেঙে অস্ট্রিয়ার অভিভাবকত্বে ঊনচল্লিশটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের একটি দুর্বল সংঘে পরিণত করা হয়েছিল। এই সংঘটির জন্য ডায়েট (Diet) নামক একটি প্রতিনিধিসভা (সংসদ) গঠন করা হল। কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন নির্বাচিত সদস্য নন। সকলেই মেটারনিখের অনুমোদনসাপেক্ষ মনোনীত প্রতিনিধি।

৩(ক).৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত এইসব ব্যবস্থা থেকে ইউরোপের রাষ্ট্রিক ভারসাম্য ও সে বিষয়ে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দেখতে পাওয়া যায়। মহাদেশীয় বিন্যাস সম্পর্কে এই বৈঠকে ব্রিটেনের তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার-এর কথাই শুধু তার মাথায় ছিল, এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ ইংলন্ডেরই সবচাইতে বেশি রক্ষিত হয়েছিল। রাশিয়ার মূল আগ্রহ ছিল বল্কান অঞ্চল সম্পর্কে, তবে তাকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারেও তার স্বার্থের অভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়েছিল। সুইডেনকে বাল্টিক বহির্ভূত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য করতে না দিয়ে ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে তার প্রাধান্য একেবারে নষ্ট করা হয়েছিল। এরপর সে ছিল শুধুই একটি স্ক্যান্ডিনেভীয় শক্তি। অন্যদিকে মহাদেশীয় রাষ্ট্রকাঠামোর স্বঘোষিত অভিভাবকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল অস্ট্রিয়া। জার্মানির অবস্থা শোচনীয় হলেও কিছুটা গুরুত্ব অবশ্যই প্রাশিয়া পেয়েছিল।

৩(ক).৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

ভিয়েনা সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনায় পরিষ্কার দু'ধরনের মত দেখা যায়। একদল ঐতিহাসিকের মতে, "(The makers of the Agreement were) mere hucksters in the diplomatic market, bartering the happiness of millions with a scented smile". আবার অন্যদলের মতে, "(They) did in fact prevent a general European conflagration for a whole century" হ্যারল্ড নিকলসন প্রথম মতটি অগ্রাহ্য করেছেন। দ্বিতীয় মতটিকে নাকচ করে মন্তব্য করেছেন, "Wars are neither caused nor prevented by treaties." হবস্‌বম অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ভিয়েনা চুক্তি দীর্ঘদিন ইউরোপকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত রেখেছিল। তাঁর ভাষায় : "Indeed apart from the Crimean war there was no war involving more than two great powers between 1815 and 1914. The citizens of the twentieth century ought to appreciate the magnitude of this achievement (of the Vienna Settlement)"

ভিয়েনার সমালোচকদের মতে, ভিয়েনা চুক্তি-প্রণেতাদের কূটনীতির বাজারে দরাদরিতে রত ব্যাপারী বলে মনে হয়েছে। এই কূটনীতিকরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভিয়েনার সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই চুক্তির প্রণেতা সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল এবং ইউরোপের সর্বত্র যে নতুন ধ্যানধারণা আদর্শ জনজীবনকে উদ্দীপিত করতে শুরু করেছিল, তার প্রতি উদাসীন। তারা শক্তিসাম্য, ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি বাতিল হয়ে যাওয়া আদর্শগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মানুষের সুখদুঃখের চাইতে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। ভিয়েনা সম্মেলনের সচিব গেনৎস্ (Gentz) তাই দুঃখ করে বলেছিলেন : "Men had promised the return of golden ages. But the Congress resulted in nothing but restorations."

সমালোচকদের মতে, "(the settlement of Vienna) was a network of bargains and negotiated compromises" উদ্যোক্তাদের প্রতিটি আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নতুন ভূখণ্ড লাভের জন্য তারা লালায়িত এবং ক্ষুদ্র ও অসহায় জাতিগুলির প্রতি নির্মম। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির সুদীর্ঘ এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুচ্ছ করে তারা নরওয়েকে যুক্ত করেছিলেন সুইডেনের সঙ্গে এবং জেনোয়াকে তুলে দিয়েছিলেন সার্ডিনিয়ার হাতে, আবার জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বেলজিয়ামকে যুক্ত করেছিলেন হল্যান্ডের সঙ্গে, ভেনিসিয়া-লম্বার্ডিকে স্থাপন করেছিলেন অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে। জাতীয়তাবাদ এবং উদার নীতির প্রতি এ জাতীয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দীর্ঘকাল চুক্তি-প্রণেতারা ভর্ৎসিত হয়েছেন উত্তরসূরীদের দ্বারা, আর যে আদর্শ ও নীতিগুলি অগ্রাহ্য করে ভিয়েনা চুক্তি রচিত পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে দেখা যায় ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে তাদেরই জয়যাত্রা। যে-সমস্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ শাসক পরিবারকে তারা ১৮১৪ খ্রিঃ সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন ইউরোপের ক্ষুব্ধ মানুষ দীর্ঘকাল তাদের সহ্য করেনি।

আবার এই সমস্ত সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে এত প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে তাঁদের স্বাধীন আচরণের ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়া এবং হল্যান্ডের অধীনে বেলজিয়ামকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল এবং ১৮১৫ খ্রিঃ এইসব সিদ্ধান্তবিরোধী কাজ করলে ইউরোপে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, যে অশান্তি দূর করাই ছিল ভিয়েনার প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া কাজের যে স্বাধীনতাটুকু তাদের ছিল তার সদ্ব্যবহার করতে মেটারনিখ, আলেকজান্ডার প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা কার্পণ্য করেননি। ইউরোপকে নতুন করে অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা শক্তিসাম্য নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোন শক্তিকে এককভাবে ইউরোপীয় শান্তির শত্রু হতে না দেওয়াই ছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা দীর্ঘকালের পুরোনো সীমান্তগুলির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এবং স্থায়ী শাসনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ঐতিহাসিক সিম্যান এই অভিযোগ মানতে রাজী নন যে ভিয়েনার প্রণেতারা শাসিতের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শাসকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছিলেন। ন্যায্য নীতির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ প্রকাশের অভিযোগও অসত্য। পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন অংশে, পোল্যান্ড, স্যাকসনীতে, উত্তর ইতালী ও অস্ট্রিয় নেদারল্যান্ডে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ন্যায্য নীতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ ফ্রান্সেই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

এটা ঠিক যে ইউরোপে জনগণকে ফিকটে (Fichte) এবং স্টেইন (Stein) যে অর্থে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সে মুক্তি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে হয়নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সার্বজনীন স্বীকৃতি হয়নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্য স্মর্তব্য। প্রথমত ফ্রান্সে আবির্ভূত যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের কূটনীতিকদের পরিচয় হয়েছিল তার ধ্বংসাত্মক রূপটি ছিল প্রবল। সুতরাং এই আদর্শের প্রতি তাদের বিরাগ ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশে, যেমন স্পেন ও জার্মানিতে, জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ছিল অস্পষ্ট, অপূর্ণ এবং উপেক্ষণীয়। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন কোন সংকেত ছিল না যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জাতীয়তাবাদ একটি স্থায়ী আদর্শে পরিণত হবে, এবং পরবর্তী প্রজন্মে ইউরোপীয় পরিবর্তন ঘটাবে। এই অতি দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না বা তারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন না বলে ভিয়েনা-প্রণেতাদের দোষী করা যায় না। ১৮১৫ খ্রিঃ যদি তাঁরা এই অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হতেন তাহলে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি ছিল অবধারিত। এক প্রখর বাস্তববোধ ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মেটারনিখ ও তাঁর অনুগামীরা প্রাক্‌বিপ্লব রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাতে ইউরোপে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং য়ুট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) (Wtrecht) বা ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) তুলনায় ভিয়েনা ব্যবস্থা যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল একথা বলা যায়। তাছাড়া ভিয়েনায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলোই ছিল পূর্বনির্ধারিত। নতুন করে তার বদল না ঘটিয়ে ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয়

দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই ডেভিড টমসন ভিয়েনা ব্যবস্থাকে বলেছেন "Statesmanlike"। ফ্রান্সের প্রতি কোন প্রতিশোধস্পৃহাও ভিয়েনায় দেখা যায়নি। হবস্‌বম তাই ঠিকই বলেছেন যে, এটা ছিল "realistic"। এবং "Sensible"।

ভিয়েনাচুক্তি প্রণেতাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগই গ্রাহ্য যে তাঁরা এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ পর অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার কালোপযোগী নীতি রচনা করার, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতা সমালোচিত হওয়ার যোগ্য। তবু ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে চলে না। তাদের এই দোষে অভিযুক্ত করা সম্ভব যে তারা ঘড়ির কাঁটাগুলিকে ১৮১৫ খ্রীঃ স্তব্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

৩(ক).৭ পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)

ভিয়েনা-পরবর্তী ইউরোপে ভিয়েনা-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরো দুটো রক্ষণশীল প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। একটি ছিল রাশিয়ার জার-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ—যা পবিত্র চুক্তি বা Holy Alliance নামে পরিচিত, আর একটি হল ইউরোপীয় শক্তিসমবায় বা Concert of Europe, যা মূলত ভিয়েনা সম্মেলনেরই সৃষ্টি।

পবিত্র চুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। মিস্টিক দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন রুশ সম্রাট নেপোলিয়নের পরাজয়ে ঐশী শক্তির লীলা অনুভব করেছিলেন। সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মনীতিকে মিশিয়ে তিনি এক নতুন রাষ্ট্রনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব ধর্মহীন, তাই তা পরাজিত। নেপোলিয়ন ধার্মিক নন, তাই তিনি নির্বাসিত। আবার ইউরোপে ধর্ম রাজনীতির খেলায় বিপর্যস্ত, তাই নেপোলিয়নের হাতে মহাদেশ বিধ্বস্তপ্রায়। ভবিষ্যতে এই জাতীয় অগঠন যাতে না ঘটে, তার জন্য ইউরোপের রাজা বা সম্রাটদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব দায়-দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রনীতি নিরূপণ করা। আলেকজান্ডার এই বিশ্বাস থেকেই 'পবিত্র চুক্তির' দলিল রচনা করিয়েছিলেন এবং ব্রিটেন, পোপরাজ্য ও তুরস্ক ছাড়া অন্য রাজ্যের রাজারা তাতে স্বাক্ষরও করেছিলেন।

পবিত্র চুক্তির ফলে খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ একটি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়েছিলেন এবং তাঁরা খ্রিস্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সংঘের কোন সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে অন্য সদস্যরা তাদের বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পবিত্র সংঘের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, প্রথম থেকেই এই সংঘ আলেকজান্ডার ছাড়া আর কারও সুনজরে ছিল না। তাঁর অনুরোধে যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরাও এই সংঘ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

মেটারনিখ একে বলেছিলেন জোরালো ফাঁকা আওয়াজ (Loud-sounding nothing)। ক্যাসেলরি একে 'বিমূর্ত প্রলাপ' (A piece of sublime mysticism and nonsense) বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন, আর গেনৎস এর মধ্যে 'রঙ্গামঞ্চ অলঙ্করণ' (stage decoration) ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। পবিত্র সংঘের ব্যর্থতা তাই ছিল অনিবার্য।

আসলে সভ্যদের আন্তরিকতার অভাব পবিত্র সংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তাছাড়া এর অন্তর্নিহিত অর্থ সমসাময়িক উদারপন্থীদের কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। তারা ভেবেছিলেন, এর মাধ্যমে শক্তিধর সভ্যরা ছোট ও দুর্বল রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন। যেহেতু রাজা-প্রজা সকলেই ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, তাই বড় রাজ্যগুলো ছোট রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখবে। এটাই স্বাভাবিক। ছোট রাজা ও তার প্রজা তো বড় খ্রিস্টান রাজার সন্তানতুল্য। অতএব পবিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ বড় রাজারা ইউরোপের সব রাজ্য সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পবিত্রচুক্তি সম্বন্ধে এই জাতীয় ভাবনাই চুক্তিটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষও একে ভালো চোখে দেখেনি। কারণ, ইউরোপীয় শক্তিসমবায় ও পবিত্র চুক্তির সদস্যরা অভিন্ন হওয়ায় পবিত্র সংঘকে শক্তিসমবায়ের মতো নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক হিসেবে তারা ধরে নিয়েছিল।

৩(ক).৮ ইউরোপীয় শক্তিসমবায় (Concert of Europe)

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎস ছিল ভিয়েনা কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত নেতারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন একটি চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ব্রিটেন এই চুক্তিতে অংশ নিয়েছিল। ভবিষ্যতের বিপ্লবী অভিঘাত আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য এই চুক্তি। এর আগে ১৮১৪ সালের মার্চ মাসে শ্যুমঁর চুক্তি (Treaty of Chaumont) করে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করেছিল, অঙ্গীকার করেছিল এই বলে যে, নেপোলিয়নের পতনের পরেও আন্তর্জাতিক স্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে তারা জোটবদ্ধ থাকবে। ইউরোপীয় শক্তিসমবায় এই অঙ্গীকারেরই ফল। ১৮১৫-র ২০ নভেম্বর, যেদিন প্যারিস-এর চুক্তি দ্বিতীয় ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত হয়, সেদিনই স্বাক্ষরিত হয় চতুঃশক্তি চুক্তি, গঠিত হয় শক্তিসমবায়, যেটাকে বলা যেতে পারে প্রথম আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

পবিত্র চুক্তির সঙ্গে চতুঃশক্তি চুক্তির একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। পবিত্র চুক্তির বক্তব্য ছিল, আইনসঙ্গতভাবে যেসব রাজবংশ বিভিন্ন দেশের সিংহাসন অধিকার করে আছে, খ্রীস্টধর্মের ভিত্তিতে তারা একই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার। কিন্তু চতুঃশক্তি জোটের সদস্যরা পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনকি অবস্থাভেদে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাও তারা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও অস্থিরতার মনোভাব যাতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে না পারে, তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই প্রয়োজনবোধই ছিল চতুঃশক্তি চুক্তি ও শক্তিসমবায়ের ভিত্তি। ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দেন, শ্যুমঁ, ভিয়েনা ও প্যারিস এর চুক্তিগুলো পরবর্তী কুড়ি বছর মেনে নিয়ে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত করবেন। তাদের আশা ছিল, কূটনীতির রাশ টেনে চতুঃশক্তি চুক্তির